আমাদের সময়

তারিখ 27 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ডিজিটাল ভর্তিতে নির্ঘুম অপেক্ষা

এম এইচ রবিন ●

ডিজিটাল ভর্তির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে খেই হারিয়ে ফেলছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিচ্ছু প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের ঘুম হারাম করে দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। কে কোন কলেজে ভর্তি হবে সেই তালিকা দেখতে রাতের পর রাত জেগে অনলাইনে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে অভিভাবক আর শিক্ষার্থীদের। তারা ভোগান্তিতে পড়ে কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষুব্ধ।

২৫ জুন রাতে কলেজে ভর্তির তালিকা প্রকাশ করার কথা থাকলেও তাতে ব্যর্থ হয় বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এরপর ফল প্রকাশের ওয়েবসাইটে নোটিশে বলা হয়– অনিবার্য কারণবশত ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ফল ২৫ জুন ২০১৫-এর পরিবর্তে ২৬ জুন ২০১৫ তারিখ রাত ১১:৩০ মি. প্রকাশিত হবে। পরে কর্তৃপক্ষ জানায়, সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়ায় ফলাফল গতকাল প্রকাশ করা যায়নি। আজ সকাল ৮টায় প্রকাশ করা হবে।

এ ব্যাপারে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর ছিদ্দিক গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, অনিবার্য কারণে বৃহস্পতিবার রাতে তালিকা প্রকাশ করা যায়নি। শুক্রবার রাতে প্রকাশ করা হবে। তিনি বলেন, মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা www.xiclassad-mission.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এটি কলেজভিত্তিক প্রথম মেধাতালিকা।

- কলেজে ভর্তির তালিকা গভীর রাতে
- ট্রান্সক্রিপ্ট ছাড়াই ভর্তি হওয়া যাবে

চলতি বছর একাদশ শ্রেণির ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তড়িঘড়ি করে সারাদেশে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তি কার্যক্রম চালু করায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এবার এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ২৫ জুন পর্যন্ত বিতরণ করার কথা থাকলেও, ট্রান্সক্রিপ্টে অসংখ্য ভুল ধরা পড়েছে। এজন্য ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ স্থগিত করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। তবে ট্রান্সক্রিপ্ট ছাড়াই এখন শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল শিট ডাউনলোড করে তা দিয়ে ভর্তি হতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ স্থগিতের বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, যারা জিপিএ-৫ পেয়েছে, তাদের অনেকের ট্রান্সক্রিপ্টে এ-প্লাস উল্লেখ করা হয়েছে। আবার যারা জিপিএ-৫ পায়নি, তাদের কাউকে কাউকে পূর্ণ জিপিএ-৫ উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কারও কারও নাম, এমনকি স্কুলের নাম ভুল উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় যেসব প্রতিষ্ঠানপ্রধান ইতোমধ্যে ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ড থেকে গ্রহণ করেছেন, তাদের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডের মাধ্যমিক শাখায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ গতকাল সন্ধ্যায়

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৩

ডিজিটাল ভর্তিতে নির্ঘুম অপেক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বলেন, ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ট্রান্সক্রিপ্ট ছাড়াই শিক্ষা বোর্ডের অনলাইনে থাকা ফলের ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারবে। পরে ট্রান্সক্রিপ্ট বিতরণ করা হলে তখন তা কলেজে জমা দিলেই হবে।

কয়েকজন অভিভাবক 'আমাদের সময়ে' ফোন করে শিক্ষা বোর্ডের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কোনো রকম পরীক্ষা না করে তড়িঘড়ি করে অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা মোটেও উচিত হয়নি। যার খেসারত এখন দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরাও জানান, এখন ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে তাদের নানা ভোগান্তির শিকার হতে হবে। কারণ শিক্ষা বোর্ড বলছে, অনলাইনে আবেদন না করলে ভর্তি বৈধ হবে না। কিন্তু দেশে অনেক কলেজ আছে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই, নেই ইন্টারনেট সংযোগ। তাহলে সেসব কলেজ কি শিক্ষার্থী ভর্তি করাবে না?

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, যারা প্রথম মেধা তালিকায় ভর্তির সুযোগ পাবে না, তাদের দ্বিতীয় তালিকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে তৃতীয় মেধা তালিকাও প্রকাশ করা হবে।

নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া শেষে আগামী ১ জুলাই থেকে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, রমজানে স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে। এক্ষেত্রে ১ জুলাই একাডেমিক কার্যক্রম কীভাবে শুরু হবে– সে সম্পর্কে বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক বলেন, কলেজগুলো ইচ্ছে করলে ১ জুলাই পরিচিতিমূলক ক্লাস করেই প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করতে পারে।

ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে গত ৬ জুন থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত অনলাইন ও এসএমএসে আবেদন করে শিক্ষার্থীরা। বোর্ড জানিয়েছে, প্রথম মেধা তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ২৭ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বিলম্ব-ফি ছাড়া ভর্তি হতে পারবে। আর কলেজগুলোতে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ২ জুলাই দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে।

কিন্তু যেসব শিক্ষার্থী অনলাইনে আবেদন করেনি তারা ৯ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন। নতুন করে আবেদনকারীদের ফল প্রকাশ করা হবে ১২ জুলাই।

কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। গত ৩০ মে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। এবার ১০ শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে ১২ লাখ ৮২ হাজার ৬১৮ ছাত্রছাত্রী।